Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইমুন নাহার

রোলঃ 227020290

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আইমুন নাহার

রোলঃ 227020290

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আইমুন নাহার, আইডিঃ 227020290 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Aimoun Nahar

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

আইমুন নাহার

আইডিঃ 227020290

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কারবালার ইতিহাস 5

মুয়াবিয়া (রা)পরিচয় 6

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফত 7

কারবালার বিয়োগান্ত ট্রাজেডি 9

কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন.....13

তথ্যসূত্র 14

উপসংহার.....14

কারবালার ইতিহাস

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর।

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হোসাইন বিন আলী (রাঃ)এর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা।

তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির নেতা ও ইমামদের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) একজন বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে এবাদত গুজার, দানবীর এবং অত্যন্ত সাহসী বীর।

হাসান ও হুসাইনের ফজিলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্যতম আলামত এবং নবী পরিবারের কোন সদস্যকে ঘৃণা করা ও গালি দেয়া মুনাফেকির সুস্পষ্ট লক্ষণ। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কেবল তারাই ইমাম হুসাইন (রাঃ) বা নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

ভূমিকা:

কারবালার যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও করুণ ঘটনা, যার প্রভাব মুসলিম সমাজে দীর্ঘস্থায়ী। হুসাইন ইবনে আলী (রা:) ও তাঁর সাথীদের শাহাদাত শতাব্দী ধরে ইসলামি চিন্তাভাবনা, সাহিত্য এবং মতাদর্শগত বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট:

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:) এর ৬০ হিজরিতে ইন্তেকালের পর মুসলিম বিশ্ব একটি উত্তরাধিকার সংকটের মুখোমুখি হয়। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার খিলাফত গ্রহণ পূর্ববর্তী উত্তরাধিকার রীতি থেকে বিচ্যুতি ছিল, যা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হয় (আল-তাবারি, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩২১-৪০০)।

প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

১) হুসাইন ইবনে আলী (রা:)

- জন্ম: ৪ হিজরি/৬২৬ খ্রিস্টাব্দ, মদীনায়
- রাসূল (সা:) এর দৌহিত্র
- আলী ইবনে আবি তালিব (রা:) ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (রা:) এর পুত্র
- তাঁর তাকওয়া ও জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত (ইবনে সাদ, তাবাকাত আল-কুবরা)

ইমাম হুসাইন আলী (আ.) ও ফাতিমা (আ.) দ্বিতীয় সন্তান থেকে শাহাদাত অবধি প্রায় ১১ বছর ইমামতের মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন|

ইমাম হুসাইনের নাম রাখার ব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনাও উল্লিখিত হয়েছে; যেমন- ইমাম আলী (আ.) প্রথমে তার নাম 'হারব' অথবা 'জাফার' রাখার বিষয়ে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু মহানবি (স.) তার নাম রাখে 'হুসাইন'।

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

حُسَيْنٌ مِنِّى وَ أَنَا مِنْه أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنا

'হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে; আল্লাহ্ তাকে ভালবাসে যে হুসাইনকে ভালবাসে।

২. ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া

- খলিফা হন: ৬০ হিজরি/৬৮০ খ্রিস্টাব্দে
- মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:) এর পুত্র
- তাঁর বৈধতা বেশ কয়েকজন সাহাবী ও তাদের বংশধরদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়

মুয়াবিয়া (রা)পরিচয়

হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের নেতা আবু সুফিয়ানের পুত্র। কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে মুয়াবিয়ার জন্ম হয় ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মাতা ছিলেন আবু জাহেলের কন্যা হিন্দা। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলামের ঘোর শত্রু। ৮ম হিজরি (৬৩০ খ্রি.) মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর পিতা-মাতাসহ তিনিও

ইসলাম গ্রহণ করেন । পিতার সাথে কুরাইশদের পক্ষে মুয়াবিয়া রাসূলের (স) বিরুদ্ধে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন । তাঁর মা হিন্দা ইসলামের বিপক্ষে বেশি তৎপর ছিলেন। ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেক পরে। উহুদের যুদ্ধে রাসূলের (স) চাচা বীরশ্রেষ্ঠ হযরত হামযা (রা) শহীদ হলে হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে চরম পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য এজন্য তিনি ইসলামগ্রহণের পর খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। রাসুল (স) তাকে তাঁর সামনে না আসার জন্য বলেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ:

মুয়াবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর। তারপর রাসূলের (স) ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁর সাথেই ছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে ও তায়েফ অবরোধে তিনি রাসূলের সঙ্গে ছিলেন।:

খিলাফত লাভ:দামেস্কর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেন।উসমান (রা) খিলাফাতে মাসনদে আসীন হয়ে সমগ্র শাম ভুখন্ডের প্রশাসকের দায়িত্ব খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে জর্ডান ও দামেস্কর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেন।উসমান (রা) খিলাফাতে মাসনদে আসীন হয়ে সমগ্র শাম ভুখন্ডের প্রশাসকের দায়িত্বআর্পন করেন মুয়াবিয়ার হাতে। উসমান (রা)আনহুর শাহাদাতের পর নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং আপস চুক্তির পর খেলাফতের দায়িত্ব পেয়ে খেলাফত কেন্দ্র দামেস্কে স্থানান্তর করেন

মুয়াবিয়া (রাঃ) ৬০ হিজরিতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন। ২০ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন শেষে এইখানেই তিনি সমাহিত হন ।

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফত

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর ইয়াজিদের হাতে মুসলমানদের খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করা হয় সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কিছু সংখ্যক সন্তান এবং আরো কিছু ব্যক্তি এই বাইয়াতে অংশ নেননি।ইয়াজিদ এই সংবাদ সম্পর্কে জানতে পেরে মদিনায় নিয়োজিত তার প্রশাসক ওয়ালিদ বিন উতবাকে এই

মর্মে পত্র লিখেন যে;অবিলম্বে যেন তাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কারীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়,প্রশাসক ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুগত্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।তবে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং চলে যান মক্কায়।অনুরূপভাবে হোসাইন বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজীদের আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।তিনি ওয়ালিদকে বলেন আমার মত লোক গোপনে আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে পারে না।তাই যখন তুমি লোকদের কাছে যাবে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে তখন আমার থেকেও আনুগত্যের স্বীকৃতি নেবে তারপর তিনি মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান (ইসলামের ইতিহাস)

কারবালার ঘটনার পূর্ববর্তী পরিস্থিতি

কুফার চিঠিপত্রঃ

৬০ হিজরিতে ইরাক বাসীদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হুসাইন (রাঃ) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হাতে বায়আত করেন নি। তারা তাঁর নিকট চিঠি-পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে ইরাক বাসীরা তাঁর হাতে খেলাফতের বায়আত করতে আগ্রহী। ইয়াজিদকে তারা সমর্থন করেন না বলেও সাফ জানিয়ে দিল। তারা আরও বলল যে, ইরাক বাসীরা ইয়াজিদের পিতা মুয়াবিয়া (রাঃ)এর প্রতিও মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। এভাবে ১২০০ চিঠি হুসাইন (রাঃ)এর কাছে এসে জমা হল। (তারিখ আল-তাবারি, খণ্ড ৫), যদিও এই সংখ্যাটি প্রতীকী হতে পারে।

মুসলিম ইবনে আকিলের অভিযান

প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হুসাইন (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই মুকিবিন আকীলকে পাঠালেন। মুসলিম বিন আকিল কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই লোকেরা হুসাইনকে চাচ্ছে।লোকেরা মুসলিম বিন আকিলের হাতেই হুসাইনের পক্ষে বয়াত নেওয়া শুরু করল। হানী বিন উরওয়ার ঘরে বায়আত সম্পন্ন হলো।

সিরিয়াতে ইয়াজিদের নিকট এই খবর পৌঁছা মাত্র বসরার গভর্ণর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঠালেন। ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে আদেসশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফা বাসীকে তার বিরুদ্ধে হুসাইনের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। সে হুসাইনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হানী বিন উরওয়ার ঘরে হুসাইনের পক্ষে বায়আত নেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মুসলিম বিন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিপ্রহরের সময় উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ইয়াজিদের সেনা বাহিনীর ভয় দেখালেন। তিনি এমন ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, লোকেরা ইয়াজিদের ধরপাকড় এবং শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে পলায়ন করতে শুরু করল। যাই হোক কুফা বাসীদের চার হাজার লোক পালাতে পালাতে এক পর্যায়ে মুসলিম বিন আকীলের সাথে মাত্র তিন জন লোক অবশিষ্ট রইল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুসলিম বিন আকীল দেখলেন, হুসাইন প্রেমিক আল্লাহর একজন বান্দাও তার সাথে অবশিষ্ট নেই। এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মুসলিম বিন আকীল উবাইদুল্লাহএর নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন হুসাইনের নিকট একটি চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়। এতে উবাইদুল্লাহ রাজী হলেন। চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল এ রকম:

“হুসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফা বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি। আমার দেয়া এই তথ্য মিথ্যা নয়।” অতঃপর যুল হজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফা দিবসে উবাইদুল্লাহ মুসলিম বিন আকিলকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম বিন আকিল ইতিপূর্বে কুফা বাসীদের ওয়াদার উপর ভিত্তি করে হুসাইনকে আগমনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। (বালাধুরি, আনসাব আল-আশরাফ)।

কারবালার বিয়োগান্ত ট্রাজেডি

সেই চিঠির উপর ভিত্তি করে যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে হুসাইন (রাঃ) মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।ইবনে উমার (রাঃ) হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন: হুসাইন! আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাবো। জিবরীল (আঃ) আগমন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া এবং আখিরাত- এ দুটি থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়া বাদ দিয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁর অংশ। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ কখনই দুনিয়ার সম্পদ লাভে সক্ষম হবেন না। তোমাদের ভালর জন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। হুসাইন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যাত্রা বিরতি করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ইবনে উমর (রাঃ) হুসাইনের সাথে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন এবং ক্রন্দন করলেন।

সুফীয়ান ছাওরী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুসাইনকে বলেছেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।

বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হুসাইনকে বলেছেন: হোসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন: হুসাইন তাঁর জন্য নির্ধারিত ফয়সালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর বের হওয়ার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। তবে বল প্রয়োগ করে আমাকে পরাজিত করলে সে কথা ভিন্ন। (ইয়াহ্-ইয়া ইবনে মাঈন সহীস সূত্রে বর্ণনা করেছেন) যাত্রা পথে হুসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির বিষয় অবগত হয়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা আমর বিন সাদ, সীমার বিন যুল জাওশান এবং হুসাইন বিন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের গতিরোধ

করল। হুসাইন সেখানে অবতরণ করে আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন।

হুসাইন বিন আলী (রাঃ) এবং রাসূলের দৌহিত্রকে ইয়াজিদের দরবারে যেতে দেয়া হোক। তিনি সেখানে গিয়ে ইয়াজিদের হাতে বয়াত গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি জানতেন যে, ইয়াজিদ তাঁকে হত্যা করতে চান না। অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেয়া হোক।

অথবা তাঁকে কোন ইসলামী অঞ্চলের সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেয়া হোক। সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করবেন এবং রাজ্যের সীমানা পাহারা দেয়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করবেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ইয়াজিদের সৈন্যরা কোন প্রস্তাবই মানতে রাজী হল না। তারা বলল: উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ যেই ফয়সালা দিবেন আমরা তা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব মানতে রাজী নই। এই কথা শুনে উবাইদুল্লাহএর এক সেনাপতি (হুর বিন ইয়াজিদ) বললেন: এরা তোমাদের কাছে যেই প্রস্তাব পেশ করছে তা কি তোমরা মানবে না? আল্লাহর কসম! তুর্কী এবং দায়লামের লোকেরাও যদি তোমাদের কাছে এই প্রার্থনাটি করত, তাহলে তা ফেরত দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হত না। এরপরও তারা উবাইদুল্লাহএর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করল। সেই সেনাপতি ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন এবং হুসাইন ও তাঁর সাথীদের দিকে গমন করলেন। হুসাইনের সাথীগণ ভাবলেন: তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহএর সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের দুইজনকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনিও নিহত হলেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হুসাইনের সাথী ও ইয়াজিদের সৈনিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। হুসাইনের সামনেই তাঁর সকল সাথী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। অবশেষে তিনি ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলেন না। তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী বীর। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় তাঁর পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। কুফা বাসী প্রতিটি সৈনিকের কামনা ছিল সে ছাড়া অন্য কেউ হুসাইনকে হত্যা করে ফেলুক। যাতে তার হাত রাসূলের দৌহিত্রের রক্তে রঙ্গিন না হয়। পরিশেষে নিকৃষ্ট

এক ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। তার নাম ছিল সীমার বিন যুল জাওশান। সে বর্শা দিয়ে হুসাইনের শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে আশুরার পবিত্র দিনে ৫৭ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

বলা হয় এই সীমারই হুসাইনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ কেই বলেন: সিনান বিন আনাস আন্ নাখঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন

আলী (রাঃ)এর সন্তানদের মধ্যে থেকে আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।

হোসাইনের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আঁকবার এবং আব্দুল্লাহ।

হাসানের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।

আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল।

আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানদের মধ্যে হতে আউন এবং আব্দুল্লাহ। ইতি পূর্বে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নির্দেশে মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন

তথ্যসূত্র

১. আল-তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি/৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। *তারিখ আল-রুসুল ওয়াল মুলুক*।
২. ইবনে কাছির, ইসমাইল ইবনে উমর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি/১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*।
৩. আল-বালাধুরি, আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি/৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)। *আনসাব আল-আশরাফ*।
৪. ইবনে সাদ, মুহাম্মাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরি/৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। *তাবাকাত আল-কুবরা*।
৫. আল-দিনাওয়ারি, আবু হানিফা (মৃত্যু ২৮২ হিজরি/৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। *আল-আখবার আল-তিওয়াল*।

উপসংহার

কারবালার ট্র্যাজেডি ইসলামি ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যার প্রভাব মুসলিম চিন্তাভাবনা ও আচরণে এখনও প্রভাব ফেলে চলেছে। ঘটনার ঐতিহাসিক নথিপত্র যথেষ্ট বিস্তৃত হলেও, একটি নির্ভুল বিবরণ তৈরি করতে একাধিক উৎসের সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।